Questions no. 17. পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পরের উপর কিভাবে সম্পর্কিত আলোচনা কর।

উওর: পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে:

১. দূষণ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে শিল্পকারখানা, যানবাহন ও নির্মাণকার্য বৃদ্ধি পায়। এসব কার্যক্রম থেকে নির্গত গ্যাস, বর্জ্য ও ধূলিকণা বায়ু, জল ও মাটি দূষণের কারণ হয়।

বায়ু দূষণ শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ বাড়ায়।

জল দূষণ জলের মান নষ্ট করে এবং জনস্বাস্থ্যের হুমকি তৈরি করে।

মাটি দূষণ কৃষির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।

শব্দ দূষণ মানসিক চাপ ও শ্রবণ সমস্যার কারণ হয়।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বন, খনিজ, জল, মাটি ইত্যাদি অতিরিক্তভাবে আহরণ করা হয়। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ হ্রাস পায়। উদাহরণ: বন উজাড়, অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলন, ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষ।

৩. জৈববৈচিত্র্য ধ্বংস:

শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়, যার ফলে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির মুখে পড়ে। বাস্তুতন্ত্রে এই পরিবর্তন খাদ্য শৃঙ্খলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন:

অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন শিল্প উৎপাদন ও যানবাহন থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, যা গ্রীনহাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে। এর ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, ঝড়-তুফান ইত্যাদি বাড়ছে।

৫. দারিদ্র্য ও বৈষম্য: অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক সময় সবার জন্য সমান সুফল বয়ে আনে না। উন্নয়নের ফল ধনী শ্রেণি বেশি ভোগ করে, আর দরিদ্র শ্রেণি ভূমি হারিয়ে আরো দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়। এই বৈষম্য সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

৬. টেকসই উন্নয়নের অভাব:

শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলে পরিবেশগত ক্ষতি হয় এবং উন্নয়ন স্থায়িত্ব হারায়। টেকসই উন্নয়ন মানে হলো এমন উন্নয়ন যা বর্তমান প্রয়োজন পূরণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের সমান গুরুত্ব দেয়।